হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা

Preliminary Discussions on Accounting

হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞার ব্যাখ্যা
(Definition of Accounting and Explanation of Definition)

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞার ব্যাখ্যা বুঝিয়ে বলতে পারবেন

সূচনা (Introduction)

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা। কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করেছে না ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা জানা অপরিহার্য। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেন-দেনসমূহের সঠিক হিসাব রাখা, আর্থিক অবস্থা, সম্পত্তি ও মূলধনের পরিমাণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা প্রয়োজন হয়। হিসাববিজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবেশন করা যায়। ব্যবস্থাপক কর্তৃক এই সমস্ত তথ্য সঠিক বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে। তাই হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপাদান হিসেবে স্বীকৃত।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, এনজিও এবং অ-মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানে তথা ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন লিখে রাখা, আর্থিক অবস্থা, লাভক্ষতি ও দেনা-পাওনা সম্পর্কে ধারণা দেওয়াই হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

তথ্য প্রযুক্তি ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে পৃথিবী এখন 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর আকৃতি ধারণ করেছে। প্রতিযোগিতামূলক ও গতিময় বিশ্বের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য আর্থিক কর্মকান্ডের লিখন, প্রক্রিয়াকরণ ও তথ্য পরিবেশনে হিসাববিজ্ঞানের উপযোগিতা ক্রমেই বাড়ছে। শুধু তাই নয় হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষেত্রেও সংযোজিত হচ্ছে নতুন মূলনীতি, পদ্ধতি, সূত্র ও কৌশল। মালিক, বিনিয়োগকারী, দেনাদার, পাওনাদার, ছাত্র, গবেষক, সরকার, সংবাদ মাধ্যম, কর কর্তৃপক্ষ ইত্যাদিকে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, দেনাপাওনা, লাভক্ষতি, সম্পত্তি, মূলধন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে হয়। তথ্যগুলো অবশ্যই প্রাসঙ্গিক, বিশ্বাসযোগ্য, নিরপেক্ষ, সময়োপযোগী, সামঞ্জস্যপূর্ণ, বস্তুনিষ্ঠ, তুলনামূলক ও বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহই হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ। কম্পিউটার আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে হিসাববিজ্ঞানের কলাকৌশল ও প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়েছে। যদিও হিসাববিজ্ঞানের ভিত্তি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি যা ১৪৯৪ সালে ইতালীর ভেনিস শহরে লুকা প্যাসিওলি (Luca Pacioli) কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয়।

হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Accounting)

হিসাববিজ্ঞান শব্দটি 'হিসাব' ও 'বিজ্ঞান' শব্দ দুটির সম্মিলিত রূপ। আভিধানিক অর্থে হিসাব বলতে গণনা বুঝায়। পারিভাষিক অর্থে হিসাব বলতে অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, দায় ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত লেনদেনের বিবরণকে বুঝায়। অন্যদিকে বিজ্ঞান বলতে কোন বিষয়ে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞানকে বুঝায়। সুতরাং **ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনগুলো সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ, আর্থিক ফলাফল ও অবস্থা নির্ণয় এবং বিশ্লেষণ করার সুসংবদ্ধ জ্ঞানকে হিসাববিজ্ঞান বলে।**

এবার আসুন খ্যাতনামা হিসাববিদ ও সংস্থা হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা কিভাবে দিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করি।

A. W. Johnson এর মতে, "Accountancey may be defined as the collection, compilation and systematic recording of business transactions of money, the preparation of financial reports, the analysis and interpretation of these reports and the use of these reports for the information and guidance of management."
অর্থাৎ "ব্যবস্থাপনার জ্ঞাতার্থে এবং নির্দেশনার নিমিত্তে ব্যবসায়ের আর্থিক লেনদেনসমূহ সংগ্রহ, সংকলন এবং ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যাকরণ সম্পর্কিত কর্মকান্ডকে হিসাববিজ্ঞান বলা হয়"।

আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাকাউন্টস হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কে মতামত দেয় যে-
"Accounting is the art of recording, classifying and summarising in significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof." *অর্থাৎ "অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য ব্যবসায়িক লেনদেনসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সুসংবদ্ধ লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ এবং বিশদ ব্যাখ্যাকরণকে হিসাববিজ্ঞান বলে। এ সকল প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্যবসার পরিচালকগণকে ভবিষ্যত ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে থাকে।"*

Prof. H. Chakrabarty বলেন, "Acconting is the Science of measurment of wealth both in the static and dynamic sesnses and deals with recoding, classifying and summarising financial transactions and interpretation of financial position on the basis of some accepted theories, principles, doctines and rules according to deductive method as conditioned by programmatic and some sociological approcaches within the limitations of cettain convention, postulates and doctrines"
অর্থাৎ "হিসাববিজ্ঞান হল স্থির ও গতিময় রীতিতে সম্পদ পরিমাপের একটি বিজ্ঞান যা অবরোহ পদ্ধতির প্রায়োগিক ও সামাজিক নিয়মে গৃহীত তথ্য, নীতি, মতবাদ ও নিয়মাবলীর আওতায় আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ, সংক্ষিপ্তকরণ ও আর্থিক অবস্থার সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে।"

অতএব হিসাববিজ্ঞান হল এমন একটি কলাকৌশল বিশিষ্ট সামাজিক বিজ্ঞান যার সাহায্যে স্বীকৃত রীতিনীতি অনুসারে ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনসমূহকে প্রকৃতি ও তারিখ অনুসারে সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ ও সংক্ষেপণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আয়-ব্যয়, লাভ-ক্ষতি, সম্পত্তি-দায় ইত্যাদির বিবরণ প্রস্তুত ও বাখ্যা করা যায় এবং ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য আগ্রহী পক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা সম্ভব হয়।

সংজ্ঞার ব্যাখ্যা (Explanation of Definition)

হিসাববিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন Donald E. Kieso and Kimmel তাঁর মতে æAccounting is an information system that identifies, records and communicates the economic events of an organisation to interested users. অর্থাৎ হিসাববিজ্ঞান হইল একটি তথ্য প্রবাহের পদ্ধতি, যাহা একটি সংগঠনের অর্থনৈতিক ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করে, লিপিবদ্ধকরণপূর্বক ফলাফল তৈরি করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের নিকট উহা জ্ঞাপন করে।

সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা উল্লেখযোগ্য তিনটি বিষয় দেখতে পাই, যথা -

১. **চিহ্নিতকরণ (Identifies) :** একটি সংগঠনে দৈনন্দিন অসংখ্য ঘটনা ঘটে থাকে। হিসাববিজ্ঞান কেবলমাত্র অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য অর্থাৎ আর্থিক ঘটনাগুলোকে চিহ্নিতকরণ করে। যেমন : কোন ফার্ম কর্তৃক বাজারে পণ্য বিক্রয় করা হল ৫,০০০টাকার, এটি একটি আর্থিক ঘটনা। আবার উক্ত ফার্মের একজন কর্মচারী হঠাৎ মারা গেল উহা একটি অনার্থিক ঘটনা। আর্থিক ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করাই হিসাব বিজ্ঞানের প্রাথমিক কাজ।

২. **লিপিবদ্ধকরণ(Records) :** হিসাববিজ্ঞান অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করার পর সমজাতীয় ঘটনাগুলোকে খতিয়ান হিসাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করে, রেওয়ামিলের অধীনে সংক্ষিপ্ত করিয়া তালিকাভুক্ত করে এবং বিভিন্ন আর্থিক বিবৃতিসমূহ প্রতিবেদন আকারে তৈরি পূর্বক ফলাফল নির্ণয় করে।

৩. **যোগাযোগ (Communicates) :** হিসাববিজ্ঞানের চিহ্নিতকরণ এবং লিপিবদ্ধকরণ কাজ অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট জ্ঞাপন করা না হয়। তাই হিসাববিজ্ঞান তৈরিকৃত প্রতিবেদন গুলো সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট যথাযথভাবে জ্ঞাপন করে থাকে। এখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বলতে ব্যবস্থাপনা, পাওনাদার, দেনাদার, বিনিয়োগকারী, সরবরাহকারী এবং ঋণদানকারী ইত্যাদিকে বুঝায়।

হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলী
(Objectives, Importance & Functions of Accounting)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন
- হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য (Objectives of Accounting)

হিসাববিজ্ঞান একটি সেবামূলক কর্মকান্ড। এর উদ্দেশ্য বহুবিধ। মূলত: প্রতিষ্ঠানের সংঘটিত লেনদেন হিসাবভুক্তকরণ, ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় এবং মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে সরবরাহ করাই হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

১. **আর্থিক লেনদেনের স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ (To maintain the permanent records of Accounts) ঃ** প্রতিদিনের অসংখ্য লেনদেন দীর্ঘকাল মনে রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের জন্যও লেনদেন লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। তাই হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো আর্থিক লেনদেন জাবেদায় ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং পরে স্থায়ীভাবে খতিয়ানে হিসাব সংরক্ষণ করা।

২. **কার্যক্রমের ফলাফল নির্ণয় (To determine the results of Activities) ঃ** নির্দিষ্ট সময় পর মালিক ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রমের ফলাফল জানতে চায়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভ-লোকসান হিসাব ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করে আর্থিক কার্যক্রমের ফলাফল নির্ণয় করা হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

৩. **প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ (To determine the position of economic conditions) ঃ** আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হিসাববিজ্ঞানের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা, মূলধন, চলতি সম্পত্তি, স্থায়ী সম্পত্তি ইত্যাদির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য হিসাব বৎসর শেষে নির্দিষ্ট দিনে উদ্বৃত্তপত্র (Balance sheet) প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক বিবরণীর এই অংশ আর্থিক অবস্থা নির্দেশ করে।

৪. **কার্যক্রম মূল্যায়ন ও নীতি নির্ধারণ (To evaluate the activities) ঃ** আর্থিক বিবরণীসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়নে ও নীতি নির্ধারণে ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করা হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

৫. **আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে অবহিতকরণ (To inform about transactions) ঃ** দৈনন্দিন লেনদেন, ক্রয়বিক্রয় ও দেনাপাওনা সম্পর্কে অবহিত করা হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৬. **হিসাববিজ্ঞানের শুদ্ধতা যাচাইকরণ (To verify the accuracy of Accountancy) ঃ** প্রতিটি লেনদেন দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়। হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

৭. **হিসাববিজ্ঞানে ভুল ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন (To invent the frauds & errosrs) ঃ** সংরক্ষিত হিসাবসমূহের নিরীক্ষার মাধ্যমে ভুল ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধ হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

৮. **কর নির্ধারণ (The determine tax) ঃ** হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে আয়কর, VAT ও অন্যান্য কর নির্ধারণ কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।

৯. **আইনগত বিধি নিষেধ পালন (To follow the legal frame work) ঃ** সব ধরনের প্রতিষ্ঠানকে আইনগত বিধি-নিষেধ মেনে চলার জন্য সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করতে হয়। অংশিদারী, কোম্পানি, বাণিজ্য, আয়কর, সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আইনের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে হিসাব রাখতে হয়।

১০.**মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি (To develop the values & responsibilities) ঃ** হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উন্নত মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং হিসাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Accounting)

কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ফলাফল নিরূপণ, গতি প্রকৃতি নির্ধারণ, আর্থিক অবস্থা নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের সাহায্য অতি অপরিহার্য। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো ঃ

১। **স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ ঃ** প্রতিদিন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অনেক লেনদেন সংঘটিত হয় যার বিবরণ অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখা সম্ভব নয়। এ সব লেনদেন হিসাবের বইতে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করার কলাকৌশল হিসাববিজ্ঞান শিক্ষা দেয়।

২। **প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। এই উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর তা জানা প্রয়োজন। হিসাববিজ্ঞান আর্থিক লেনদেনের সুষ্ঠু হিসাব রেখে ও হিসাব কাজ শেষে আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত করে ফলাফল নির্ণয় করে থাকে।

৩। **আর্থিক অবস্থা নিরূপণ ঃ** হিসাববিজ্ঞান কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্র (Balance sheet) প্রস্তুত করে আর্থিক অবস্থা তথা মূলধন, দেন-পাওনা, চলতি সম্পদ, স্থায়ী সম্পদ, হাতে নগদ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে।

৪। **ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার তুলনা ঃ** প্রতিষ্ঠানের সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জন্য এবং অন্যান্য প্রতিযোগী সংগঠনের ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনার প্রয়োজন হয় যা হিসাববিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়।

৫। **ভুল-জালিয়াতির উদঘাটন ও প্রতিরোধ ঃ** সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করলে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়। তাছাড়া নিরীক্ষাশাস্ত্র ভুল ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধে সাহায্য করে।

৬। **কর নির্ধারণ ঃ** সঠিক পদ্ধতিতে ও সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান আয়কর, ভ্যাট, বিক্রয় কর ইত্যাদি নির্ধারণে সাহায্য করে।

৭। **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ঃ** বিচ্যুতি বিশ্লেষণ, মান ব্যয়, বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব (responsibility) হিসাব ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে হিসাববিজ্ঞান সহায়তা করে থাকে।

৮। **ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহন ও পরিচালনা ঃ** ব্যবস্থাপনাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। হিসাববিজ্ঞান বিভিন্ন প্রতিবেদন ও বিবরণীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই জন্য হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবস্থাপনার সহায়ক বলা হয়।

৯। **প্রামাণ্য দলিল ঃ** সঠিকভাবে সংরক্ষিত দলিল প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এড়ানো যায় এবং বিরোধ নিস্পত্তিতে আদালতে প্রমাণপত্র হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

১০। **মূল্য নির্ধারণ ঃ** সাধারণত পণ্য বা সেবার ব্যয়ের সাথে মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সঠিক হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে পণ্য বা সেবার প্রকৃত ব্যয় ও মুনাফার হার নির্ণয় করে মূল্য নির্ধারণে হিসাববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১১। **ঋণ গ্রহণ ঃ** ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অনক সময় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। ঋণদাতা আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করে ঋণ যোগ্যতা যাচাই করে। হিসাববিজ্ঞান যথার্থ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে ঋণ প্রাপ্তিতে সাহায্য করে।

১২। **সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে তথ্য পরিবেশন ঃ** সর্বোপরি হিসাববিজ্ঞান বিভিন্ন আর্থিক বিবরণী, প্রতিবেদন ও বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভিতর ও বাইরের পক্ষসমূহকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলী (Functions of Accounting)

কেবলমাত্র আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, কার্যক্রম নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণের মধ্যেই হিসাববিজ্ঞানের কাজ সীমিত নয়। বিবরণী ও অন্যান্য প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে তথ্য প্রস্তুতকরণ এবং উক্ত তথ্য মালিক, ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে পরিবেশন করাও হিসাববিজ্ঞানের কাজের আওতা। হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা -

১. ঐতিহাসিক বা তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলী (Historical/Supervisory Functions)

তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলী বলতে যথাযথভাবে হিসাব রাখার মাধ্যমে ব্যবসায়ে ব্যবহৃত মালিকের মূলধন সংরক্ষণ ও লাভজনক ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করা বুঝায়। সুনির্দিষ্ট তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলী নিম্নরূপ-

- সংঘটিত ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও অর্থনৈতিক ঘটনা চিহ্নিতকরণ;
- আর্থিক ঘটনা টাকায় পরিমাপ ও লিপিবদ্ধকরণ;
- লেনদেনের শ্রেণীবিন্যাস ও স্থায়ী হিসাবভুক্তকরণ;
- হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় ও সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
- হিসাবের সমন্বয় লিপিবদ্ধকরণ;
- আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং;
- ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ।

২. ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী (Managerial Functions)

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী বলতে আর্থিক ও পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহকরণ, লিপিবদ্ধকরণ, বিশ্লেষণকরণ এবং বিবরণী ও প্রতিবেদনের আকারে মালিক, ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষমূহকে পরিবেশন করাকে বুঝায়। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপকদের পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যাবলীর আওতাভুক্ত। নিচে হিসাববিজ্ঞানের ব্যবস্থাপনাবিষয়ক কার্যাবলী বর্ণনা হলো-

ক. **তথ্য সংগ্রহ (Data collection) ঃ** তথ্য বলতে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান, মূলধন, দায়-সম্পদ অতীত ও বর্তমান আর্থিক অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা সংক্রান্ত যাবতীয় উপাত্তকে বুঝায় যা ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। হিসাববিজ্ঞানে তথ্য দু'রকমের হতে পারে যথা (i) নিয়মিত তথ্য ও (ii) বিশেষ তথ্য। হিসাববিজ্ঞানের নিয়মানুয়ায়ী সংরক্ষিত হিসাব ও আর্থিক বিবরণী থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নিয়মিত তথ্য বলে। হিসাববিজ্ঞানের কার্য প্রক্রিয়া থেকে এ সমস্ত তথ্য নিয়মিত সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে অতিরিক্ত তথ্য প্রয়োজন হয় যা মূলত: হিসাব থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় তাকে বিশেষ তথ্য বলে। যেমন-নতুন পণ্য উৎপাদন, নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি।

তথ্য সংগ্রহ বলতে সংশ্লিষ্ট হিসাব ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করাকে বুঝায়। উপাত্ত দু'রকমের হতে পারে যথা-প্রাথমিক উপাত্ত ও মাধ্যমিক উপাত্ত। হিসাববিজ্ঞানের তথ্য দু'প্রকার উৎস থেকে সংগৃহীত হতে পারে যথা-(১) অন্তঃস্থ অর্থাৎ হিসাবের বই, আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন এবং (২) বহি:স্থ অর্থাৎ শেয়ার বাজার, বাণিজ্য সভা, কোম্পানি নিবন্ধকের কার্যালয়ে রক্ষিত হিসাবপত্র, গবেষণা পত্রিকা, অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যান সংস্থাসমূহের বিবরণী ও প্রতিবেদন।

খ) **তথ্য প্রস্তুতকরণ (Preparing information) ঃ** উপাত্ত সংগ্রহ করে ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। ভুল-ত্রুটিপূর্ণ এবং অপ্রাসঙ্গিক উপাত্ত বাদ দিতে হবে। বাকি উপাত্তগুলো সময়, পরিমাণ ও ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস ও বিশ্লেষণ করতে হবে। এরপর প্রাসঙ্গিক, সময়োপযোগী, বিশ্বাসযোগ্য, বস্তুনিষ্ঠ ও বোধগম্য উপাত্তসমূহ নিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। এ সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত তথ্যে পরিণত হয়।

গ) তথ্য পরিবেশন **(Presentation of information)** ঃ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে সাধারণতঃ দু'ভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয় ; যথা -

১) **নিয়মিত তথ্য পরিবেশন ঃ** বিভিন্ন প্রতিবেদন ও চিত্রের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবেদন যথা- লাভ-লোকসান হিসাব, উদ্বৃত্তপত্র, নগদ প্রবাহ বিবরণী, কার্যকরী মূলধন প্রতিবেদন, অনুপাত বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। চিত্রঃ তথ্য চিত্র, রেখা চিত্র, বার চিত্র, পাই চিত্র ইত্যাদি।

২) **চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পরিবেশন ঃ** তথ্য ব্যবহারকারীর প্রয়োজন ও নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য পরিবেশন করা হয়।

হিসাববিজ্ঞানের পরিধি ও শাখাসমূহ (Scope & Branches of Accounting)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের আওতা বা পরিধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলো সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের পরিধি (Scope of Accounting)

হিসাববিজ্ঞানের আওতা বা পরিধি শুধুমাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, এমনকি ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। যেখানেই আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয় সেখানেই হিসাববিজ্ঞান প্রয়োজন। অতএব হিসাববিজ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্র বা পরিধি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. **ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ঃ** প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন কাজ ও লেনদেন থেকে অর্থ উপার্জন করে এবং পারিবারিক কল্যাণে ব্যয় করে। এই আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োজন হয়।

২. **ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন। মুনাফা অর্জিত হয়েছে কিনা ও আর্থিক অবস্থা জানার জন্য হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। তাছাড়া ব্যবসায়ের কার্যক্রম মূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও হিসাববিজ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন।

৩. **অব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ঃ** স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মন্দির, ক্লাব, সমিতি, হাসাপাতাল, পাবলিক লাইব্রেরি, এনজিও, সমবায় সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয়। ফলে এ সব প্রতিষ্ঠানেও হিসাববিজ্ঞান দরকার।

৪. **সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ঃ** সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয়, অফিস আদালত, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, কর্পোরেশন, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ইত্যাদির সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

৫. **পেশাজীবিদের জন্য ঃ** চার্টার্ড একাউটেন্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কর উপদেষ্টা, কনসালটেন্ট, এ্যাডভোকেট ইত্যাদি পেশার ব্যক্তিরা আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ ও কর নির্ধারণের জন্য হিসাববিজ্ঞান প্রয়োগ করে।

হিসাববিজ্ঞানের শাখাসমূহ (Branches of Accounting) :

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ধরন ও আয়তন পরির্তন হচ্ছে। ব্যবসার জটিলতা বাড়ছে এবং সেসাথে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। তাই হিসাববিজ্ঞানের পরিধিও ব্যাপকতর হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে হিসাববিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখার উদ্ভব ঘটেছে। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল ঃ

১. আর্থিক হিসাববিজ্ঞান (Financial Accounting)

কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনসমূহ লিবিপদ্ধ করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন আর্থিক বিবরণী, প্রতিবেদন ও বিবৃতি প্রস্তুত করে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে সরবরাহ করে।

২. ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান (Management Accounting)

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হিসাববিজ্ঞানের এই শাখার কাজ।

৩. নিরীক্ষাশাস্ত্র (Auditing)

আর্থিক লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রস্তুতকরণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে ভুল ও জালিয়াতি উদঘাটন করা ও প্রতিরোধ করা হিসাবিজ্ঞানের এই শাখার কাজ। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সনদপ্রাপ্ত পেশাদারী একাউনটেন্ট স্বাধীনভাবে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করেন।

৪. উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান (Cost Accounting)

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বা সেবার উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ।

৫. কর হিসাববিজ্ঞান (Tax Accounting)

প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় পর আয়কর ও অন্যান্য কর নির্ধারণ ও বিভিন্ন লেনদেনের উপর করের প্রভাব সম্পর্কে ব্যবস্থাপনাকে অবহিত করা কর হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ।

৬. সরকারি ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাববিজ্ঞান (Accounting for Government and Non-trading Concern)

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক। মুনাফা অর্জন এগুলোর উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল সেবা প্রদান করা। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহ লিবিপদ্ধ করে হিসাববিরণী প্রস্তুত করাই হিসাববিজ্ঞানের এই শাখার কাজ।

৭. সামাজিক হিসাববিজ্ঞান (Social Accounting)

হিসাববিজ্ঞানের একটি নতুন চিন্তাধারার নাম সামাজিক হিসাববিজ্ঞান। সামাজিক কর্মকান্ডের আয় ও ব্যয় নির্ণয় এই হিসাববিজ্ঞানের কাজ। যেমন- সরকার একটি রাস্তা তৈরী করে। এই পদক্ষেপের ব্যয় কত এবং এর দ্বারা কত মানুষ উপকৃত হল ও তার মূল্য নির্ধারণ সামাজিক হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

হিসাববিজ্ঞানের এবং হিসাবরক্ষণের মধ্যে ব্যবধান
(Defference between Accounting & Book Keeping)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যগুলো কি কি তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞান এবং হিসাবরক্ষণের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Accounting and Book-keeping)
যদিও হিসাববিজ্ঞান এবং হিসাবরক্ষণের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে তবুও এ উভয় শাস্ত্রই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক ফলাফল এবং ব্যবসায়ের সঠিক অর্থনৈতিক অবস্থা নিরূপণার্থে ব্যবহৃত হয়।

কোন ব্যবসায় সংক্রান্ত লেনদেন সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে হিসাবরক্ষণ একটি সহজ এবং একটি সুশৃঙ্খল পন্থায় এগুলোকে লিপিবদ্ধ করে। অন্যদিকে হিসাববিজ্ঞান এগুলোকে প্রতিবেদন আকারে তৈরী পূর্বক ফলাফল নির্ণয় করে। এজন্য আমরা বলতে পারি হিসাবরক্ষণের কাজ যেখানে শেষ, হিসাব বিজ্ঞানের কাজ সেখানে শুরু।

হিসাববিজ্ঞান এবং হিসাবরক্ষণের মধ্যস্থিত পার্থক্য নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

হিসাববিজ্ঞান (Accounting)	হিসাবরক্ষণ (Book-Keeping)
১. ব্যবস্থাপনার জ্ঞাতার্থে এবং নির্দেশনার নিমিত্তে ব্যবসায়ের আর্থিক লেনদেনসমূহ সংগ্রহ, সংকলন এবং ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যাকরণ সম্পর্কিত কর্মকান্ডকে হিসাববিজ্ঞান বলা হয়।	১. যাবতীয় কারবার সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদনের জন্য অর্থ অথবা অর্থের মাপকাঠিতে নিরূপণযোগ্য যে ফলাফলের উদ্ভব হয় উহা শুদ্ধভাবে হিসাব বইতে লিপিবদ্ধ করাবার বিজ্ঞান এবং কলাকেই হিসাবরক্ষণ বলা হয়।
২. নির্দিষ্ট হিসাব বছর অথবা হিসাবকাল পর্যন্ত যে সব লেনদেন সম্পাদিত হয় সেগুলোর সামগ্রিক আর্থিক ফলাফল নিরূপণকরণ এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী হিসাববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।	২. বিভিন্ন প্রাথমিক হিসাব-বহি হতে খতিয়ানের (Ledger) সংশ্লিষ্ট হিসাবখাতে সম্পাদিত লেনদেনগুলোকে শ্রেণীবিন্যাসকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী হিসাবরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।
৩. হিসাববিজ্ঞানের কাজ অনেকটা উদ্দেশ্যমূলক ও পরিবর্তনশীল।	৩. হিসাবরক্ষণের কাজ অনেকটা নিয়মতান্ত্রিক।
৪. হিসাবকাল অথবা হিসাব বছর সংক্রান্ত বিভিন্ন সমন্বয় এবং ভুল সংশোধনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ী জাবেদা লিখন সংক্রান্ত কার্যক্রম হিসাববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।	৪. খতিয়ান (Ledger) -এ লিপিবদ্ধকৃত বিভিন্ন হিসাবখাতের যোগফল নির্ণয়করণ সংক্রান্ত কার্যাবলী হিসাবরক্ষনের অন্তর্ভুক্ত।
৫. মূলত কোন প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষণ কার্যে রত হিসাবরক্ষকদের হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত নির্দেশ এবং হিসাব ব্যবস্থার উপযুক্ত কাঠামো নির্ধারণসহ হিসাব-নিকাশ পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক পরিচালনায় সহযোগীত করা এবং কারবারের সার্বিক নীতি নির্ধারণে সাহায্যকরণ সম্পর্কিত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসাববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।	৫. বস্তুতঃপক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন বিভিন্ন প্রকৃতির লেনদেনসমূহ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে সেগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ করাই হিসাবরক্ষক এর কার্যাবলী। সেহেতু একজন হিসাবরক্ষকের কার্যাবলীর প্রকৃতি এবং একজন করণিকের কার্যাবলীর প্রকৃতি প্রায় একইরূপ।
৬. হিসাববিজ্ঞান পূর্ণাঙ্গ বিষয়।	৬. হিসাবরক্ষণ হিসাব বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের মধ্যে ব্যবধান খুবই সামান্য। তাই বাস্তবক্ষেত্রে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই একই ব্যক্তি হিসাবরক্ষণ এবং হিসাব নিকাশকরণ এই উভয় কার্যই সুসম্পন্ন করে থাকেন।

মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা
(Role of Accounting in Developing Values & Responsibilities)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মূল্যবোধ ও ব্যবসায় মূল্যবোধ কি তা বলতে পারবেন
- মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- জবাবদিহিতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তিশৃঙ্খলা উন্নতির জন্য ভালকে গ্রহণ বা অনুসরণ এবং মন্দকে বর্জন বা পরিহার করে চলার নীতিকে মূল্যবোধ বলা হয়। ব্যবসায় কার্যক্রম মানব কল্যাণের জন্য পরিচালনা করার মাধ্যমে ব্যক্তি কল্যাণ সাধন করা ব্যবসায়িক মূল্যবোধ। আর্থিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য মূল্যবোধ চর্চার প্রয়োজন অপরিহার্য। হিসাববিজ্ঞানের রীতিনীতি, পদ্ধতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কলাকৌশলের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে মানবিক অনুভূতি, সততা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে হিসাববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একজনের কর্মকান্ডের জন্য অন্যের নিকট দায়বদ্ধতা প্রকাশ করাকে জবাবদিহিতা বলা হয়। সমাজবদ্ধ মানুষ প্রত্যেকেই কারো না কাছে কারো দায়বদ্ধ তথা জবাবদিহি করতে হয়। হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালায় আর্থিক কার্যক্রমের জবাবদিহিতার প্রয়োজন রয়েছে। ব্যয় ও কর্মকান্ডের জবাবদিহিতার জন্য বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ, মানব্যয়, দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞান (Responsibility Accounting) ও ফলাফল মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করা হয়।

মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা (Role of Accounting in developing values) ঃ

মানুষের মনন ও মানসিকতার সূক্ষ্ম অনুভূতিকে মূল্যবোধ বলে। মূলতঃ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি, শৃঙ্খলা ও উন্নতি সাধনের জন্য ভালকে গ্রহণ বা অনুসরণ এবং মন্দকে বর্জন বা পরিহার করে চলার নীতিকে মূল্যবোধ বলা হয়। কু-প্রবৃত্তিকে পরিহার করে সুপ্রবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠা করাই মূল্যবোধের কাজ। শিক্ষা ও সংস্কৃতি, আচার ও আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসন, সামাজিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদি মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেক মানুষের মূল্যবোধ একই রকম হয় না। সমাজে কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁদের মূল্যবোধ বলিষ্ঠ ও সমুন্নত।

আধুনিক যুগে ব্যবসায় ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন যুগে মুনাফা অর্জনই ছিল মুখ্য তাই ব্যবসায়ে মূল্যবোধের গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এমনভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয় যাতে জনকল্যাণ ও ক্রেতা সন্তুষ্টির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা যায়। কিন্তু শ্রম নিষিদ্ধ করা, শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান, দৈনিক কর্মসীমা নির্ধারণ, তাদের শিক্ষা, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, চিত্তবিনোদন ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এরূপ চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে আধুনিক বিশ্বে ব্যবসায়িক মূল্যবোধ গুরুত্ব পাচ্ছে।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি, আইন-কানুন, ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি নিষেধগুলো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। এমতাবস্থায় হিসাববিজ্ঞানের রীতিনীতি, পদ্ধতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কলাকৌশলের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে মানবিক অনুভূতি, সততা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে হিসাববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. **ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলায় প্রেরণা ঃ** সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও আর্থিক কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশ করা একটি মানুষের ধর্মীয় কর্তব্য। হিসাব নিকাশে স্বচ্ছ কলাকৌশল ও রীতিনীতির মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান মানুষকে এরূপ কর্তব্য পালনে উৎসাহ দেয়।

২. **চরিত্র গঠনে প্রভাব ঃ** তারিখ অনুযায়ী সুষ্ঠভাবে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ ও ফলাফল নির্ণয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিসাববিচজ্ঞান মানুষকে হিসাব সচেতন করে তোলে। সেই সাথে নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা ও রক্ষণশীলতার মত অমূল্য চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনে সাহায্য করে।

৩. **মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হতে উৎসাহ প্রদান ঃ** মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস মানুষের জন্য স্বচ্ছলতা আনে। হিসাববিজ্ঞান হিসাব সচেতন করার মাধ্যমে মানুষকে মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হওয়ার উৎসাহ দেয়।

৪. **আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ানো ঃ** হিসাববিজ্ঞানের কলাকৌশল মানুষকে হিসাব সচেতন করে তোলে। আর হিসাব সচেতন মানুষ আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীল হয় যা মানুষকে উন্নয়নমুখী হতে প্রেরণা যোগায়।

৫. **ঋণ পরিশোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ** হিসাববিজ্ঞান ঋণ গ্রহণের ও পরিশোধের ক্ষমতা বিবেচনা ও যাচাই করতে সাহার্য করে। ঋণ গ্রহীতা ঋণ খেলাপী হওয়ার সম্ভাবনা অনুভব করে যা পরোক্ষভাবে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

৬. **কালোবাজারী ও মজুতদারী নিরুৎসাহীত করণ ঃ** কালোবাজারে পণ্য ক্রয়বিক্রয় ও পণ্য মজুদের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অর্জিত মুনাফার হিসাব নিকাশ হিসাববিজ্ঞানের মূলনীতি বিরোধী বিধায় হিসাববিজ্ঞান পরোক্ষভাবে মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৭. **দূর্নীতি ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধ ঃ** সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণ করলে নিরীক্ষার মাধ্যমে দূর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অন্যদিকে শাস্তি ও দূর্নামের ভয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনিয়ম বা জালিয়াতি থেকে বিরত থাকে যা মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।

৮. **ক্ষতিকর পণ্য নিরুৎসাহিত করণ ঃ** মদ, গাঁজা, আফিম, হেরোইন ও অন্যান্য ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় ধর্মীয়, আইনগত ও সামাজিকভাবে সমর্থিত নয়। হিসাববিজ্ঞান প্রচলিত আইন মেনে হিসাব তৈরী ও প্রকাশ করে বিধায় ঐ সমস্ত স্বার্থের হিসাব নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

জবাবদিহিতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা

(Roles of Accounting in Responsibility Creation Process) :

একজনের কর্মকান্ডের জন্য অন্যের নিকট দায়বদ্ধতা প্রকাশ করাকে জবাবদিহিতা বলা হয়। সমাজবদ্ধ মানুষের কৃতকর্মের ফলাফলের জন্য প্রত্যেককে পরোক্ষভাবে ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহিতা করতে হয়। জবাবদিহিতা না থাকলে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালায় আর্থিক কর্মকান্ডের জবাবদিহিতার উত্তম ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে কিনা হিসাব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সার্বিকভাবে নিরূপণ করা যায় ফলে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের জবাবদিহিতা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কতিপয় দিক বর্ণিত হলো ঃ

১। **ব্যয়ের জবাবদিহিতা ঃ** মান ব্যয় ও বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রয়োগ করে ব্যয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। মান ব্যয় কৌশলে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর জন্য মান ব্যয় নির্ধারিত হয়। প্রকৃত ব্যয় তার চেয়ে বেশি হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়। আর বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ কৌশলে বছরের শুরুতে বাজেট প্রণয়ন করে বিভিন্ন বিভাগ বা ইউনিটকে বরাদ্দ জানিয়ে দেওয়া হয়। বাজেটের বেশী বা কম ব্যয় করার জন্য জবাবদিহি করতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এক ইউনিট পণ্য উৎপাদনের জন্য মান ব্যয় ২০ টাকা, যদি প্রকৃত ব্যয় ২৫ টাকা হয় তাহলে কৈফিয়ত তলব করা হবে এবং ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। অথবা একজন ম্যানেজারের জন্য বছরে আপ্যায়ন খরচ বাবদ ৩৬,০০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হল। প্রকৃত খরচ যদি ৫০,০০০ টাকা হয় তাহলে অতিরিক্ত ১৪,০০০ টাকার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

২। **কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা ঃ** দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞান (Responsibility Accounting) কৌশল ব্যবহার করে কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। আধুনিককালে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিবিধ কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা তা বিচার বিশ্লেষণে ও মূল্যায়নের জন্য দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে, যার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে হিসাব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জবাবদিহিতা চিহ্নিত করা এবং স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে সচেতনতা, সততা ও নিয়মানুবর্তিতার ভাবধারা জাগ্রত করে অধিকতর তৎপরতা ও দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদনে অনুপ্রাণিত করা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একজন বিক্রয় ব্যবস্থাপককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জানুয়ারি মাসে ১০,০০০ একক বিক্রী করতে হবে। যদি তিনি ৮,০০০ একক বিক্রী করেন তাহলে তাঁকে ব্যাখ্যা দিতে হবে কেন ২,০০০ একক কম বিক্রী হয়েছে। ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে।

হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা
(Limitations of Accounting)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাব বিজ্ঞানের কিছু সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Accounting)

আমাদের দেশে সরকারী, আধা সরকারী,স্বায়ত্বশাসিত, ছোট বড় ও মাঝারী প্রতিষ্ঠানে যে পদ্ধতির হিসাব ব্যবস্থা চালু আছে তাহা অধিকাংশই যথাযথ নহে। এছাড়াও হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এর কতিপয় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যাহা নিম্নে আলোচনা করা হল:

১. **দু'তরফা পদ্ধতি প্রয়োগের অভাব (Less use of Double Entry System) :** দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি একটি বিজ্ঞানসম্মত ও সার্বজনীন হিসাব ব্যবস্থারূপে গণ্য হয়েছে। তথাপি আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছোট-খাটো বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এখনও দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি পুরাপুরি অনুসৃত হয় না। ফলে হিসাববিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতাও দিন দিন নষ্ট হচ্ছে।

২. **ডুপ্লিকেট হিসাব (Duplicates Accounts) :** অনেক প্রতিষ্ঠান আয়কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং লোক দেখানোর জন্য দুই ধরণের হিসাব তৈরী করেন। এক ধরনের ভূয়া হিসাব তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠান অনেক সময় নগদ আদান-প্রদান, ক্রয় বিক্রয়, দেনা-পাওনার পরিমান ইত্যাদি ভুলভাবে উপস্থাপন করে।

৩. **মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা লিপিবদ্ধকরণ সমস্যা (Problem of Changing purchasing power of Money) :** মুদ্রাস্ফীতি অথবা মুদ্রা সংকোচনের ফলে উদ্বৃত্ত পত্রে বিভিন্ন সম্পদ এবং দেনার দফাগুলির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞান প্রকৃত আর্থিক অবস্থা পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়।

৪. **স্থায়ী সম্পত্তি প্রতিস্থাপনে সমস্যা (Problem of Replacment of assets) :** হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা অনুসারে সম্পদের অতীত মূল্যের উপর একটি নির্দিষ্ট শতকরা হারে অবচয় ধার্য করতে হয়। সম্পদের কার্যকাল শেষে অবচয় হিসাবে রক্ষিত টাকা দিয়ে নতুন সম্পদ ক্রয় করা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সম্পত্তিটি প্রতিস্থাপন করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা অবচয় হিসাবে সংরক্ষিত হয় নি; কারণ ইতিমধ্যে সম্পত্তিটির ক্রয় মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে হিসাববিজ্ঞান ব্যর্থ বলে বিবেচিত হয়।

৫. **পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিধি বিধানের বিভিন্নতা (Differences of rules in different countries) :** পৃথিবীর সকল দেশেই আইন-কানুন, বিধি-বিধান, পেশাগত মানের ধরন ইত্যাদি একরূপ নয়। যেমন- কোন দেশের আয়কর আইনে যে পরিমাণ আয়কর প্রদর্শিত হয়, অপর একটি দেশে সমপরিমাণ আয়ের জন্য সমপরিমাণ আয়কর প্রদর্শিত হয় না। বিধি-বিধানের এরূপ বিভিন্নতার জন্য হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমেও বিভিন্ন ধরনের ফলাফল পাওয়া যায়। তবে এরূপ বিভিন্নতা সমন্বয়ের মাধ্যমে সমরূপতা আনয়ন করা হলেও তা একটি দুরূহ কার্য। সেহেতুে আপাতদৃষ্টিতে এরূপ বিভিন্নতাকে কেউ কেউ হিসাব বিজ্ঞানের একটি ব্যর্থতা মনে করেন।

৬. **অগ্রিম অর্থ সমন্বয়ের সমস্যা (Problem of Adjustment of Accounts) :** একটি আর্থিক হিসাবকাল শেষে প্রতিষ্ঠানের সকল অগ্রিম প্রাপ্তি অথবা অগ্রিম প্রদানের সঠিক সমন্বয় করা সম্ভব হয় না, ফলে হিসাববিজ্ঞানে সঠিক চিত্র ফুটে উঠে না।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলো থাকা সত্ত্বেও আধুনিক বিশ্বের সব দেশে হিসাববিজ্ঞান একটি সর্বজন স্বীকৃত হিসাব মাধ্যমরূপে স্বীকৃত হয়েছে। তবে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন নিয়মকানুনগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা আমাদের সকলের উচিত।

হিসাববিজ্ঞান ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
(Brief History of Evolution of Accounting)

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন
- হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান বর্ণনা করতে পারবেন

হিসাববিজ্ঞান ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Brief History of Evolution of Accounting)

হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতই প্রাচীন। এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বেও হিসাব সংরক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ব্যাবিলন, রোম, মিশর, মহেঞ্জাদারো প্রভৃতি সভ্যতায় হিসাব পদ্ধতির প্রচলন ছিল। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজনের তাগিদে হিসাবিজ্ঞান প্রক্রিয়াও ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে। সূচনা হতে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিভাবে হিসাববিজ্ঞান বর্তমান পর্যায়ে এসেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণকে চারভাগে ভাগ করা হলো-

১। উন্নয়ন কাল (Development period upto 1494)
২। প্রাক বিশ্লেষণ কাল (pre-explanatory period upto 1495-1800)
৩। বিশ্লেষণ কাল (Explanatory period - 1800-1950)
৪। আধুনিক কাল (Modern period 1950 on ward)

১। **উন্নয়নকাল ঃ** সভ্যতার শুরু থেকে ১৪৯৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই কাল বিস্তৃত। প্রস্তর যুগ,প্রাচীন যুগ, বিনিময় যুগ ও মুদ্রা যুগ এই কালের অন্তর্ভুক্ত। এসব যুগে হিসাব ব্যবস্থা মানব সমাজে প্রচলিত থাকলেও তা ছিল অসম্পূর্ণ ও অপরিপক্ক। বিভিন্ন যুগের হিসাববিজ্ঞানের বিবর্তনের ইতিহাস নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

ক) **প্রস্তর যুগ ঃ** এ যুগে মানুষ বনে, জঙ্গলে, পর্বতের গুহায় বাস করত। গাছের ফলমূল সংগ্রহ ও বন্য পশু শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা কত ফলমূল সংগ্রহ ও পশু শিকার করত তা প্রয়োজন মত গাছের গায়ে, পর্বতের গুহায় অথবা পাথরে চিহ্ন দিয়ে হিসাব রাখত।

খ) **প্রাচীন যুগ ঃ** এ যুগে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে। মানুষ এ যুগে দেয়ালে দাগ কেটে, রশিতে গিঁট বেধে হিসাব রাখত।

গ) **বিনিময় যুগ ঃ** মানুষের প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে এ যুগে দ্রব্য বিনিময় শুরু হয়। এ সময়ে মানুষ মাটির ঘরের দেয়ালে ও দরজায় কপাটের অভ্যন্তর ভাগে রং দিয়ে দাগ কেটে হিসাব রাখত। আমাদের দেশে এখনও গ্রাম এলাকায় গোয়ালে বাঁশের কাঠিতে দাগ কেটে দুধের হিসাব রাখে।

ঘ) **মুদ্রা যুগ ঃ** সময়ের বিবর্তনে মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়। এ যুগে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। মানুষ মুদ্রার আদান প্রদান ও অর্থনৈতিক লেনদেন পশুর চামড়া, গাছের পাতা, ছাল ইত্যাদিতে লিখে রাখতে শুরু করে।

২। **প্রাক-বিশেস্নষণ কাল (১৪৯৪-১৮০০) ঃ** এ সময়ে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সেই সাথে হিসাব ব্যবস্থায়ও এক বৈপ্লবিক মাত্রা সংযোজিত হয়। ইতালীর লুকা ডি প্যাসিওলি (Luca de Pacioli) নামক একজন পাদ্রি ১৪৯৪ সালে (Summa de Arithmatica, Geometria, Proportioni et proportionlita) নামক একটি বইয়ের De computies et seripturies অংশে তিনি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লেনদেনের ডেবিট, ক্রেডিট নির্ণয় করে হিসাবে লিপিবদ্ধ করার প্রণালী উল্লেখ করেন। ঐ বইটির উপর ভিত্তি করে ইতালীকে হিসাববিজ্ঞানের জন্মস্থান এবং প্যাসিওলিকে হিসাববিজ্ঞানের জনক বলা হয়। পরবর্তীতে এই হিসাব পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর এই দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই আধুনিক হিসাববিজ্ঞান প্রবর্তিত হয়েছে।

৩। **বিশেস্নষণ কাল (১৮০০-১৯৫০) ঃ** এ সময়ে শিল্প বিপ্লব, যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের উৎপত্তি, ব্যবসায় ও মালিকানার পৃথক স্বত্তার স্বীকৃতি, ব্যবহৃত পুঁজি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা, কোম্পানী আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও শেয়ার মালিকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা, বহুমুখী ও ব্যাপক উৎপাদন, শ্রমিক মালিক সম্পর্কের জটিলতা, বিপুল প্রতিযোগিতা, সরকারি নিয়ন্ত্রণ, অধিক মুনাফা অর্জনের আকাঙ্খা ইত্যাদি হিসাববিজ্ঞানের উন্নয়ন ও বিশ্লেষণ কার্যে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন রীতি ও নীতির উন্নয়ন ঘটে এবং বিভিন্ন দেশে

পেশাদার হিসাববিজ্ঞানীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় নিরীক্ষা শাস্ত্র, কর হিসাববিজ্ঞান, উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান, সরকারি হিসাববিজ্ঞান ও সামাজিক হিসাববিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে।

৪। **আধুনিক কাল (১৯৫০-পরবর্তী) ঃ** বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানব সভ্যতা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক ও দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে হিসাববিজ্ঞানের আওতা ও কার্যাবলী সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায় সামাজিক ও আইনগত পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে জন্ম নিয়েছে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান, বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞান, মুদ্রাস্ফীতি হিসাববিজ্ঞান, মানব সম্পদ হিসাববিজ্ঞান, পরিবেশ হিসাববিজ্ঞান ইত্যাদি। তাছাড়া ১৯৭৩ সালে গঠিত হয়েছে আর্ন্তজাতিক হিসাব মান কমিটি, যার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের পেশাদার হিসাববিদগণ পরিবেশের হিসাব মান ব্যবহার কল্পে ও হিসাব কার্যের মানোন্নয়নে নিয়োজিত আছেন।

হিসাববিজ্ঞান বর্তমানযুগে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এ কথা বলা যায় না। ব্যবসা বাণিজ্যের জটিলতা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নতুনত্ব ও নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে ক্রমবিবর্তন, সংস্কার ও উন্নয়ন চলছে এবং চলবে। হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার হিসাবরক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ প্রস্তুত ও উপস্থাপনে এনে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্রমশঃ হিসাববিজ্ঞানের বিকাশ ঘটতেই থাকবে।

হিসাববিজ্ঞানে ক্রমবিকাশের ধাপ

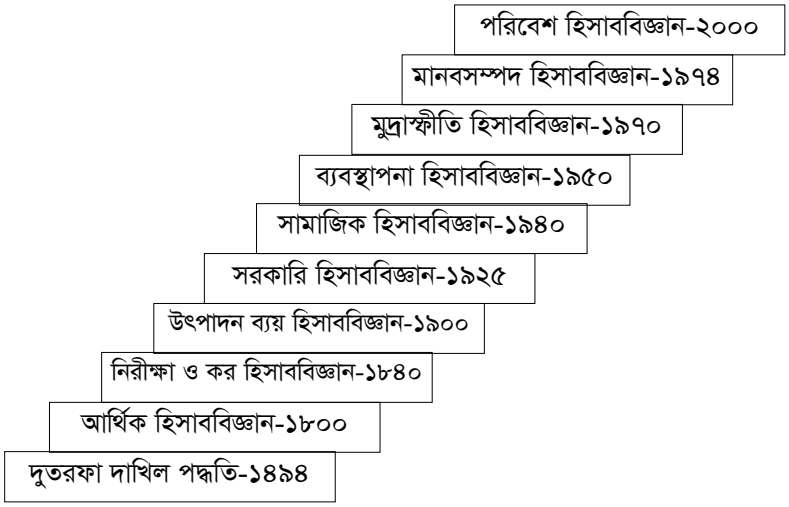

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিন। (Define Accounting).
২. হিসাববিজ্ঞান একটি প্রক্রিয়া যা লেনদেন সনাক্তকরণ, লিপিবদ্ধকরণ এবং প্রাপ্ত ফলাফল জ্ঞাপন করে" - উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। (Accounting is the process of identifies, records and communicates of transactions" - Explain the statement.)
৩. হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করুন। (Explain the objectives of Accounting).
৪. হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। (Discuss the importance of Accounting).
৫. হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলীগুলো কি কি? (What are the functions of Accounting).
৬. হিসাববিজ্ঞানের পরিধি ও শাখাসমূহ বর্ণনা করুন। ((Explain the Scope and Branches of Accounting.)
৭. "হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞান একই" - আপনি কি একমত? কেন? (æBook Keeping and Accounting are the same" - Do you agree? Why?)
৮. মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা কি? (What are the role of Accounting in developing values and responsibilities?)
৯. হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাগুলো কি কি? (What are the Limitaitons of Accounting?)